দৈনিক সংবাদ

তারিখ 19 NOV 1988

পৃষ্ঠা ... ...

C 7

ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ অবিলম্বে খুলে দিন

সম্প্রতি ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র সোহানকে প্রকাশ্য দিবালোকে যে ভাবে হত্যা করা হয়েছে তা শুধু ছাত্রসমাজের নয়, সমগ্র জাতির মুখে কলঙ্কের কালি লেপন করে দিয়েছে। বিগত কয়েক বছর থেকে বিশেষ মহলের মদদপুষ্ট ছাত্রনামধারী দুষ্কৃতকারীরা নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। আর পিতামাতার বুক খালি করছে। এসব জঘন্য অপরাধ যারা করে তারা কারা তা জনগণ জানে। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষের ভাব দেখে মনে হয় যেন এসব তাদের বোধগম্যের বাইরে। ছাত্রনামধারী এসব খুনীদের অবশ্য শিক্ষাঙ্গন থেকে বহিষ্কার করতে হবে। আমরা আমাদের সন্তানদের লেখাপড়া শিখতে পাঠিয়েছি। শিক্ষাঙ্গন থেকে লাশ হয়ে ফিরে আসার জন্য আমাদের রক্তঘামে ভেজা কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় করছি না একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। শিক্ষাঙ্গনে মারামারি খুনাখুনির জন্য আজ শুধুমাত্র ছাত্র নামধারী দুষ্কৃতকারীদের অপরাধের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে রেহাই পাওয়া যাবে না। কলেজ কর্তৃপক্ষকেও এ জঘন্য অপরাধের ভাগ নিতে হবে। কারণ শিক্ষাঙ্গনের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়দায়িত্ব কলেজ কর্তৃপক্ষেরই।

মেডিক্যাল কলেজে যে সব ছাত্র-ছাত্রী পড়তে গেছে তারা এদেশের বাছাই করা ছাত্র; আমাদের গর্ব। তাদের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। আর কতিপয় দুষ্কৃতকারী ছাত্রদের অনাচারের শিকার হবে শত শত ছাত্র-ছাত্রী এ হতে পারে না। তাদের কুকর্মের জন্য যখন তখন অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ করে দেয়া হবে--এটা খুবই অন্যায় গর্হিত কাজ। আমরা অভিভাবকরা এহেন কাজের জন্য অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করছি। আইন-শৃংখলার দোহাই দিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ করে দিয়ে কর্তৃপক্ষ নিষ্কৃতি পাবেন এমন ব্যবস্থা মেনে নিতে আমরা রাজি নই।

তৃতীয় বর্ষসহ সকল শিক্ষার্থীর ফাইনাল পরীক্ষা অতি শিগগির অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা আগামী এই পরীক্ষা দিতে পারবে না যদি কলেজ এভাবে বন্ধ থাকে। প্রশ্ন; কি কারণে এসব নির্দোষ ছাত্র-ছাত্রী এ পরীক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে? গুটি কয়েক দোষী ছেলের জন্য গোটা কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ভোগান্তির শিকার হবে--এ কোন্ ধরনের নিয়ম তা বুঝতে পারছি না। কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন যে সব খুনীর জন্য কলেজ বন্ধ করে দিয়েছেন তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করুন। কলেজ খুলে দিন। পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করুন। পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা থেকে বঞ্চিত করলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে। শিক্ষাবর্ষ নিয়মমাফিক শেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাণ নিয়ে ঘরে ফেরার ব্যবস্থা করার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

আমাদের সন্তানদের মূল্যবান সময় অপচয় করিয়ে হতাশার সাগরে ডুবিয়ে মারবেন না। চাকরি দেবেন না; ডিগ্রী নেবার পথে শত বাধার সৃষ্টি করবেন তা হতে পারে না। একটা তো করতে হবে। শিক্ষাবর্ষ শেষ করে ডিগ্রী দেয়ার ব্যবস্থা করুন। এই দুর্ভাগা দেশে যখন জন্মেছি তখন আমাদের দুর্ভাগ্য নিয়ে আমরাই লড়াই করবো। শুধু যেটুকুর মালিক কর্তৃপক্ষ সেইটুকু যথা পড়ানো এবং পরীক্ষা নেয়া--সেই কাজটাই অন্ততঃ করে আমাদের এই উপকারটুকু করুন। মেডিক্যাল কলেজ খুলে দিন।

জনৈক অভিভাবক
ঢাকা।

পাঠ্যসূচীতে ধূমপানবিরোধী বক্তব্যসম্বলিত প্রবন্ধ

১৯শে কার্তিক 'সংবাদ'-এ বুয়েটের অমৃত-এর 'ধূমপান-বিরোধী বক্তব্যসম্বলিত প্রবন্ধ পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করুন' শিরোনামে একটি পত্র প্রকাশিত হয়েছে। পত্রলেখক ধূমপানের ভয়াবহতা সম্পর্কে শিশু-কিশোরদের জ্ঞাত করানোর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে পাঠ্যসূচীতে এ বিষয়ে প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছেন। প্রস্তাবটির প্রতি আমরাও সমর্থন জানাই।

তবে পত্রলেখকের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি: পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন কমিটি এ বছরের শুরুতেই অষ্টম শ্রেণীর বাংলা 'সাহিত্য কথা'য় প্রফেসর নুরুল ইসলাম-এর লেখা 'ধূমপান-বিষপান' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। প্রবন্ধটিতে ধূমপানবিরোধী বিষয়ে শিক্ষণীয় বক্তব্য রয়েছে।

তবে আমাদের দেশে যেহেতু অধিকাংশ শিশু-কিশোরই অষ্টম শ্রেণীতে ওঠার অনেক আগেই বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যায়। কাজেই এ ধরনের প্রবন্ধ শুধু অষ্টম শ্রেণীর বইয়ে সীমাবদ্ধ না রেখে তা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যবইগুলোতেও অন্তর্ভুক্ত করলে এ বিষয়ে আরো অধিক ফল লাভ হবে বলে আমাদের মনে হয়।

পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নকারী কমিটির প্রতি এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোস্তফা কামাল
নালিতাবাড়ী; শেরপুর।